দৈনিক ইনকিলাব

152

তারিখ 04 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১২ শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গনে

উপজেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র

সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপজেলা সদর বাদে অন্য যে সকল স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্র (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) আছে সেগুলো উঠিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র উপজেলা সদরে এই পরীক্ষা কেন্দ্র রাখবেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তটি শিক্ষার সাথে জড়িত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলকে শুধু হতাশ করেনি, রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনার জন্য আমি কয়েকটি সুপারিশ রাখছি।

আমাদের দেশে এমন বহু উপজেলা সদর আছে যেখানে কোন কলেজ নেই, কিন্তু উক্ত উপজেলার কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামে হয়ত কলেজ আছে। আর এলাকাবাসীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার কথা বিবেচনা করেই হয়ত উক্ত গ্রামে কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এমনও বহু উপজেলা সদর দেখা যায়, যেখানে যোগাযোগের মাধ্যম শুধু পায়ে হাঁটা মেঠো পথ। এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই হয়তো উপজেলা সদরে কলেজ স্থাপন না করে কোন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। একটি কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষ তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করেন উক্ত কলেজে, পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ার মত অনুকূল পরিবেশ আছে কি-না। এ তদন্তের সময় তারা কলেজের অবস্থান, অতীত ফলাফল, শিক্ষকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই খুঁটিয়ে দেখেন। এতকিছু দেখার পর যদি তাদের বিবেচনায় সেখানে কেন্দ্র দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবেই তারা উক্ত কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেন। তাই বলা যায়, তখন যেসব স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেখানে তা থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

উপজেলা সদর বাদে যে সকল স্কুল-কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেসব স্কুল অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষ দূরের ছাত্রদের জন্য লজিং-এর ব্যবস্থা করে দেন নিজেদের উদ্যোগেই। একে তো উপজেলা সদরে কেন্দ্র নেই, তার উপরে যাতায়াত ব্যবস্থাও অত্যন্ত অনুন্নত। তাছাড়া এখন প্রতি উপজেলায় অফিস-আদালত হওয়ায় সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে। তাদের অনেকের বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। ফলে গৃহ সমস্যা সেখানে একটি প্রকট সমস্যা। তাই পরীক্ষার্থীদের সেখানে থাকার জন্য বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আগে থেকে যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে, সেখানে তা থাকলে এ নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

সরকার যদি অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে উপজেলা সদরে নিয়ে আসেন তবে, দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে: (১) যে উপজেলা সদরে পূর্ব থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল সেখানে অতিরিক্তসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে, (২) যেখানে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র নেই সেখানে নতুন করে কেন্দ্র সৃষ্টি করে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ দু'ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হবে। কারণ সদরে অবস্থিত অন্যান্য স্কুল-কলেজ, যেগুলোতে আসন পড়বে, সেগুলো বন্ধ রাখতে হবে। নতুন করে কেন্দ্রের সেক্রেটারী ও হল সুপার নিয়োগ করতে হবে। এতে বেশীর ভাগ পূর্বতন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ এ দায়িত্ব পাবেন। তাতে তাদের বাসস্থান থেকে দূরে এসে এ কার্য পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর হবে।

কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন নকল প্রতিরোধ ও নিরাপত্তার জন্য তারা এ ব্যবস্থা নিচ্ছেন— আমি বলবো তাদের এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ শিক্ষকদের হাতেই রাখা উচিত। কোন প্রকারেই তা অন্যদের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়। যেহেতু উপজেলা সদরের বাইরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলো উপজেলা সদরে স্থানান্তর কোন সুফল বয়ে আনছে না, বরং এটি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসন, সকলেরই অসুবিধা সৃষ্টি করবে। তাই পূর্বতন কেন্দ্রগুলো বহাল রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি।

—দিলারা আক্তার খান